তারিখ ..08 SEP 1990
পৃষ্ঠা.../৩... কলাম...৭ ...

দৈনিক বাংলা

৩০

৩

শিক্ষিত সমাজের প্রতি প্রেসিডেন্ট এরশাদ

অশিক্ষার অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করুন

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জনসংখ্যার বড় অংশকে মুক্ত করতে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর আন্তরিক প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রাক্কালে শুক্রবার এক বাণীতে প্রেসিডেন্ট বলেন, সাক্ষরতা একটি জটিল সমস্যা। দারিদ্র ও কম শিক্ষা সম্পন্ন আমাদের মত দেশে এরূপ সমস্যা সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় সমাধান করা যেতে পারে। খবর বাসসর।

প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রতি বছরের মত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতার দিবস নিরক্ষরতা বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মত এদেশেও এসময় পালন করা হচ্ছে। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এই অভিযান অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের দেয়াল পার হয়ে উন্নত জীবন অর্জন করার আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, এই দিনের সাফল্য সভ্যতার বিকাশ ত্বরা-

(৪-এর পৃঃ দ্রঃ)

সমাজকে মুক্ত করুন

(প্রথম পৃঃ পর)

ন্বিত এবং বিশ্বের প্রতিটি দেশে সার্বিক উন্নয়ন ও জনগণের আর্থিক মুক্তি নিশ্চিত করবে।

জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সার্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, সার্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করতে আগামী বছর থেকে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বছর হিসাবে ইউনেস্কোর ১৯৯০ সালের ঘোষণার প্রাকালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট পৌর এলাকার বাইরে এবং পার্বত্য জেলাসমূহে মেয়েদের জন্য অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনের উল্লেখ করেন। দুঃস্থ শিশুদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে পথকলি ট্রাস্টও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এ ছাড়া নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্প্রসারণ করতে ও গণশিক্ষা কর্মসূচী জোরদার করার একটি পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে শিক্ষিত শ্রেণী যদি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় তাহলে দিবসটি পালন অর্থবহ হবে।

তিনি দিবসটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।